ইসা (আ) বান্দাহ না প্রভু?

ড. মোহাম্মদ তকিউদ্দীন হেলালী

ঈসা (আ) বান্দাহ, না প্রভু ?

মূল ঃ ড. মোহাম্মদ তকিউদ্দীন হেলালী

অধ্যাপক, ইসলামী আকীদা ও শিক্ষা বিভাগ,

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা।

অনুবাদ ঃ নাজিয়া মানান্নুল ইসলাম

সম্পাদনা ঃ এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

আঃ প্রঃ ২৯৫

১ম প্রকাশ

সফর	১৪২৩
বৈশাখ	১৪০৯
এপ্রিল	২০০২

বিনিময় ঃ ১২.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ISA (A) BANDA, NA PROVU ? by Dr. Mohammad Tokeuddin Halale. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka. 12.00 Only.

অনুবাদিকার কথা

'ঈসা (আ) বান্দাহ, না প্রভু ?' এটি অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তকিউদ্দীন হেলালীর লেখা 'Jesus and Muhammad in the Bible and the Quran' গ্রন্থের 'Biblical Evidence of Jesus being a Servant of God and having no Share in it' অধ্যায়ের বাংলা অনুবাদ। লেখক তাতে বাইবেল থেকে প্রমাণ করেছেন যে, নবী ঈসা (আ) আল্লাহর বান্দাহ, পুত্র নন।

খৃস্টান ধর্মের মূলভিত্তি হলো, 'ত্রিত্ববাদ'। এর মানে তারা আল্লাহ, মরিয়ম এবং ঈসা (আ) এ তিনের সমন্বয়ে এক আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। তিন মিলে কি করে এক হয় ? বিজ্ঞানে উন্নত খৃষ্টানরা কেন এ ক্ষেত্রে এমন অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব গ্রহণ করলো ? অথচ, বাইবেল বলে, ঈসা (আ) বান্দাহ, তথাকথিত খোদায়ী সন্তান নন। লেখক বাইবেল থেকে খৃষ্টানদের ত্রিত্ববাদের অসারতা তুলে ধরে খৃস্টান ধর্মকে ভিত্তিহীন প্রমাণ করেছেন। আবার তারাই আজ গোটা দুনিয়ায় বিশাল মিশনারী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।

তাদের ভুল বুঝার সময় এসেছে। সত্য দীন কেবলমাত্র ইসলাম। খৃষ্টানদের উচিত, ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করা।

নাজিয়া মানালুল ইসলাম

জেদ্দা, সৌদী আরব।

৫/৮/১৯৯৮

সূচীপত্র

০ ঈসা (আ) বান্দা, না প্রভু ? — ৫
০ খৃষ্টীয় ধর্ম ঃ ধর্মহীন মানুষ ; ইসলাম ঃ মানুষ বিহীন ধর্ম — ৫
০ বাইবেলে ঈসা (আ) এবং শয়তান — ৫
০ ঈশ্বরের সন্তান — ৬
০ ঈসা (আ) ইবাদাতকারী — ৭
০ বাইবেলের একটি গল্প — ৮
০ ঈসা (আ) আল্লাহর নবী — ৯
০ ঈসা (আ) আল্লাহর বান্দাহ — ৯
০ বাইবেলের সংকলন — ১০
০ ঈসা (আ) তাওহীদের প্রচারক — ১১
০ বাইবেলে হযরত মোহাম্মদ (স)-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী — ১৩
০ ক্রুশের মিথ্যা গল্পের চূড়ান্ত প্রমাণ — ১৪

بسم الله الرحمن الرحيم

ঈসা (আ) বান্দা, না প্রভু ?

সকল প্রশংসা তাঁর জন্য যিনি মর্যাদা, সম্মান এবং গৌরবের অধিকারী। যিনি একমাত্র পূর্ন গুণের অধিকারী, যাঁর কোনো সন্তান নেই এবং তিনি নিজেও কারো সন্তান নন। তাঁর কোনো সমকক্ষ নেই। তিনি সর্বশক্তিমান। যিনি মানবতাকে তাওহীদপন্থী করা, একমাত্র তারই ইবাদত করা, তিনিই একমাত্র ইবাদাতের যোগ্য, শিরকের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ, আল্লাহর সাথে অন্য কারো অংশীবাদ এবং সৃষ্টির পূজার বিরুদ্ধে পথনির্দেশের জন্য নবী রাসূল পাঠিয়েছেন।

সকল নবী ও রাসূল বিশেষ করে শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (স) এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাঁর সঠিক অনুসারীদের উপর দরুদ ও সালাম।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম ঃ ধর্মহীন মানুষ ; ইসলাম ঃ মানুষ বিহীন ধর্ম

একজন মুসলমানের কাছে নিজ ধর্মের পবিত্রতা ও সত্যতার প্রমাণের অভাব নেই কিন্তু সে অভাব বোধ করে আল্লাহ এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর সত্য সাক্ষ্য দানকারী মোমেন ভাইদের জন্য। প্রকৃতপক্ষে এ যুগে ইসলাম, রক্ষক ও প্রচারকারী মানুষ ছাড়া একটি ধর্ম ; পক্ষান্তরে খ্রীষ্টান ধর্ম হলো ধর্ম ছাড়া মানুষ। তথাপি তারা চেষ্টা, দুঃসাহসী মানসিকতা এবং অর্থের বদৌলতে সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য প্রমাণিত করতে সক্ষম, এ জড়বাদী যুগে বেশীর ভাগ মানুষই সম্পদ, ফ্যাশন এবং সুবৃহৎ অট্টালিকার ক্রীতদাস হয়ে গেছে। অথচ আল্লাহ ছাড়া কেউ ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য নয়। একমাত্র তাঁর উপরই আমি ঈমান আনি এবং তাঁরই দিকে আমাকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

বাইবেলে ঈসা (আ) এবং শয়তান

বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টে মথি লিখিত সুসমাচারের ৪র্থ অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ এবং ৭ম শ্লোকে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, ঈসা (আ) একজন অনুগত মরণশীল মানুষ এবং আল্লাহ হলেন প্রভু ও মাবুদ।

৭ম শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

যীশু তাহাকে কহিলেন, "তুমি আপন ঈশ্বর প্রভুর পরীক্ষা করিও না।"

এ অধ্যায়ে আমরা পড়ে থাকি যে, শয়তান প্রকৃতপক্ষে ঈসা (আ)-কে বহন করত এবং এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেত। শয়তান কিভাবে ঈশ্বরকে (আল্লাহ) বহন করতে পারে ? আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ; তিনি এ জাতীয় হীন ও নিন্দনীয় কাজ থেকে অনেক উর্ধে।

তারপর শয়তান তাঁকে তার সামনে শুতে এবং তার পূজা করতে আদেশ দিল। এমনকি তাঁকে সম্পদ দ্বারা প্রলোভিত করতে লাগল। এখন প্রশ্ন হলো, শয়তান কিভাবে আল্লাহর সাথেও এমন ধৃষ্টতা দেখাতে সাহস পায় ? যখন শয়তান ঈসা (আ)-কে তার আদেশ পালন করতে বললো, তখন তিনি যা বললেন, তা মথি লিখিত গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ের দশম শ্লোকে লিখিত আছে ঃ "তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, 'দূর হও, শয়তান", কেননা লেখা আছে, "তোমার ঈশ্বর প্রভূকেই প্রণাম করিবে, কেবল তাঁহারই আরাধনা করিবে।"

ঈশ্বরের সন্তান

"আমি যতদূর জানি ঈসা (আ) কখনও নিজকে 'আল্লাহর সন্তান' হিসেবে বলেননি—কিন্তু তিনি নিজেকে 'মানব সন্তান' বলতেন।"–[মার্ক ২ ঃ ১০] যদিও তিনি নিজে বাইবেলের অনুমিত সেসব নামে তাকে ডাকতে শুনতেন। কিন্তু তিনি তাতে আপত্তি করতেন না। তিনি নিজের জন্য সে উপাধিকে সম্পূর্ণরূপে বিবেচনা করেননি।

বাইবেলের ওল্ড ও নিউ টেষ্টামেন্টের পরিভাষা অনুযায়ী আল্লাহর ভয়ে ভীত সকল পুণ্যবান লোককে 'আল্লাহর সন্তান' বলা হয়। মথি ৫ ঃ ৯ শ্লোকে আছে, "ধন্য যাহারা মিলন করিয়া দেয়, কারণ তাহারা ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া আখ্যাত হইবে।"

মথির ৫ ঃ ৪৫ শ্লোকে আছে ঃ

"যেন তোমরা আপনাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হও।"

মথি ৫ ঃ ৪৮ শ্লোকে আছে ঃ

"অতএব তোমাদের স্বর্গীয় পিতা যেমন সিদ্ধ, তোমরাও তেমনি সিদ্ধ হও।"

মথি ৬ ঃ ১ শ্লোকে আছে ঃ

"সাবধান, লোককে দেখাইবার জন্য তাহাদের সাক্ষাতে তোমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম করিও না, করিলে তোমাদের স্বর্গস্থ্ পিতার নিকটে তোমাদের পুরস্কার নাই।"

মথি ৭ ঃ ২১ শ্লোকে আছে ঃ

"যাহারা আমাকে হে প্রভু, হে প্রভু বলে তাহারা সকলেই যে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে এমন নয় ; কিন্তু যে ব্যক্তি আমার স্বর্গস্থ্ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই পাইবে।"

(বি ঃ দ্র ঃ) 'প্রভু' শব্দটিকে আরবী বাইবেলে 'রব' শব্দ দ্বারা অনুবাদ করা হয়েছে যার ফলে মানুষ হয়তোবা বিশ্বাস করতে পারে, যীশু প্রভু। কিন্তু শ্লোকের অবশিষ্টাংশ পড়লে বোঝা যায় যে, শ্লোকটি প্রমাণ করে, ঈসা (আ) আল্লাহর ইচ্ছাধীন। সে জন্য বিশুদ্ধ অনুবাদ হওয়া উচিত নিম্নরূপ ঃ

"যারা আমার কাছে বলে, 'হে আমার প্রভু, তারা কেউ বেহেশতে প্রবেশ করবে না, কিন্তু সে বেহেশতে যাবে যে আমার স্বর্গীয় পিতার ইচ্ছার অনুসরণ করে।"

বাইবেলের উপরোক্ত কথা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, 'পিতা' শব্দটি বাইবেলের বহু জায়গায় আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এটা কখনও বিশেষভাবে ঈসা (আ)-এর জন্য ব্যবহৃত হয়নি।

মথি ১১ ঃ ২৫ শ্লোকে আছে ঃ

"সেই সময়ে যীশু এই কথা কহিলেন, "হে পিতঃ হে স্বর্গের ও পৃথিবীর প্রভু, আমি তোমার ধন্যবাদ করিতেছি, কেননা তুমি বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমানদের হইতে এই সকল বিষয় গুপ্ত রাখিয়া শিশুদের নিকটে প্রকাশ করিয়াছ ;"

ঈসা (আ) ইবাদাতকারী

মথি ১৪ ঃ ২৩ শ্লোকে আছে ঃ

"পরে তিনি লোকদিগকে বিদায় করিয়া বিরলে প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত পর্ব্বতে উঠিলেন।"

আমার প্রশ্ন হল, যদি তিনি (ঈসা) প্রভু হন বা প্রভুর অংশ হন, তাহলে তিনি কেন প্রার্থনা করেন ? বস্তুত, প্রার্থনা সর্বদা আত্মসমর্পণ এবং আল্লাহর দয়ার মুখাপেক্ষী ও নির্ভরশীল লোকেরাই করে থাকে।

يَاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُO

"হে মানুষ, তোমরা আল্লাহর কাছে অভাবী, আর আল্লাহ ; তিনি অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।"–(সূরা আল ফাতির ঃ ১৫)

اِنْ كُلُّ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّاۤ اٰتِى الرَّحْمٰنِ عَبْدًاO (مريم : ٩٣)

"নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে কেউ নেই যে, দয়াময় আল্লাহর কাছে দাস হয়ে উপস্থিত হবে না।"–(সূরা মারইয়াম ঃ ৯৩)

বাইবেলের একটি গল্প

মথির ১৫ ঃ ২২-২৮ শ্লোকে আছে ঃ

"আর দেখ, ঐ অঞ্চলে একটী কনানীয় স্ত্রীলোক আসিয়া এই বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল, 'হে প্রভু, দায়ূদ-সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন, আমার কন্যাটী ভূতগ্রস্ত হইয়া অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছে।' কিন্তু তিনি তাঁহাকে কিছুই উত্তর দিলেন না। তখন তাঁহার শিষ্যেরা নিকটে আসিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, 'ইহাকে বিদায় করুন, কেননা এ আমাদের পিছনে পিছনে চেঁচাইতেছে। তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, 'ইস্রায়েল-কুলের হারানো মেষ ছাড়া আর কাহারও নিকটে আমি প্রেরিত হই নাই। কিন্তু স্ত্রীলোকটী আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, প্রভু, আমার উপকার করুন। তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, 'সন্তানদের খাদ্য লইয়া কুকুরদের কাছে ফেলিয়া দেওয়া ভালো নয়। তাহাতে সে কহিল, হ্যাঁ প্রভু, কেননা কুকুরেরাও আপন আপন কর্তাদের মেজ হইতে যে গুঁড়া গাঁড়া পড়ে, তাহা খায়। তখন যীশু উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, হে নারী, তোমার বড়ই বিশ্বাস, তোমার যেমন ইচ্ছা তেমনি তোমার প্রতি হউক। আর সেই দণ্ড অবধি তাহার কন্যা সুস্থ হইল। এ গল্পে যে কেনানীয় মহিলার কথা বলা হয়েছে তাতে কিছু লক্ষ্যণীয় বিষয় আছে ঃ

(১) ঈসা (আ)-এর বিরুদ্ধে দয়া এবং ভালোবাসার অভাবের অভিযোগ। (যদি বর্ণিত ঘটনা সঠিক হয়।)

(২) শুধু নিজ গোত্রের সম্মানের উন্নয়ন করে অন্যদের জন্য তা না করার অপমানজনক বৈষম্য প্রদর্শন।

(৩) গোত্রীয় ও বংশীয় অহংকার এবং অন্যদের বিরুদ্ধে কুসংস্কার ও তাদেরকে কুকুর ডাকা।

(৪) একজন অশিক্ষিত মুশরিক মহিলা তার সাথে তর্ক করে তাঁর উপর বিজয় লাভ করল।

ঈসা (আ) আল্লাহর নবী

মথি ১৯ ঃ ১৬-১৭ শ্লোকে আছে ঃ

"আর দেখ, এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে বলিল, হে গুরু, অনন্ত জীবন পাইবার জন্য আমি কিরূপ সৎকর্ম করিব ? তিনি তাহাকে কহিলেন, আমাকে সতের বিষয়ে কেন জিজ্ঞাসা কর ? সৎ একজন মাত্র আছেন। কিন্তু তুমি যদি জীবনে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা কর, তবে আজ্ঞা সকল পালন কর।"

উপরোক্ত শ্লোকে তিনি যে, আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন আমরা এর স্বীকৃতি পাই।

মথি ২১ ঃ ৪৫-৪৬ শ্লোকে আছে ঃ

"তাহার এই সকল দৃষ্টান্ত শুনিয়া প্রধান যাজকেরা ও ফরীশীরা বুঝিল যে, তিনি তাহাদেরই বিষয় বলিতেছেন। আর যখন তাহারা তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু লোক সাধারণকে ভয় করিল, কেননা লোকে তাঁহাকে ভাববাদী বলিয়া মানিত।"

এখানে এটা প্রমাণিত যে, যারা ঈসা (আ)-এর জীবদ্দশায় তাঁর উপর ঈমান এনেছিল, তারা তাঁকে আল্লাহ বা আল্লাহর পুত্র কিংবা ত্রিত্ববাদে একজন অংশীদার হিসেবে বিশ্বাস করেনি। তারা তাঁকে শুধুমাত্র নবী হিসেবে বিশ্বাস করেছিল। যারা ঈসা (আ)-এর ঈশ্বরত্ব বিশ্বাস করে, তারা যদি গভীরভাবে চিন্তা করে তাহলে এটা হলো তাদের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী প্রমাণ।

ঈসা (আ) আল্লাহর বান্দা

মথি ২৩ ঃ ৮ শ্লোকে আছে ঃ

"কিন্তু তোমরা 'রব্বি' বলিয়া সম্ভাসিত হইও না, কারণ তোমাদের গুরু একজন, এবং তোমরা সকলে ভ্রাতা।"

এখানে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, ঈসা (আ) আল্লাহর একজন বান্দা ছিলেন এবং প্রভু শুধুমাত্র একজন। আর তিনি হলেন আল্লাহ। বাইবেলের আরবী ও বাংলা অনুবাদে এই শ্লোক এমনভাবে অনুবাদ করা হয়েছে যাতে ঈসা

(আ)-কে প্রভু মনে করা হয়। কেননা, ইংরেজী অনুবাদে আসল অর্থের কাছাকাছি।

মথি ২৩ ঃ ৯ শ্লোকে আছে ঃ

"আর পৃথিবীতে কাহাকেও 'পিতা' বলিয়া সম্বোধন করিও না, কারণ তোমাদের পিতা একজন, সে স্বর্গীয়।"

এখান থেকে বোঝা যায় যে, পিতৃত্ব এবং পুত্রত্বের অর্থ হলো প্রভু এবং তার দাসের মধ্যকার সম্পর্ক। ঈসা (আ)-এর জন্য বিশেষভাবে নয়, বরং সাধারণ অর্থে তা বোঝা যায়।

মথি ২৪ ঃ ৩৬ শ্লোকে আছে ঃ

"কিন্তু সেই দিনের ও সেই দণ্ডের তত্ত্ব কেহই জানে না, স্বর্গের দূতগণও জানেন না, পুত্রও জানেন না কেবল পিতা জানেন।"

এটা একটা সুনির্দিষ্ট প্রমাণ যে, কেয়ামতের দিন সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। তাই ঈসা (আ)-এর জ্ঞান অন্যান্য সাধারণ মানুষের মতোই অসম্পূর্ণ। আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, সর্বদর্শী।

মথি ২৬ ঃ ৩৯ শ্লোকে আছে ঃ

"পরে তিনি কিঞ্চিৎ অগ্রে গিয়া উবুড় হইয়া পড়িয়া প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, হে আমার পিতঃ, যদি হইতে পারে, তবে এই পানপাত্র আমার নিকট হইতে দূরে যাউক ; তথাপি আমার ইচ্ছামত না হউক, তোমার ইচ্ছামত হউক।"

আমরা এখানে লক্ষ্য করি যে, আলোচ্য ব্যক্তি আল্লাহর ইচ্ছা সম্পর্কে অজ্ঞাত এবং তিনি যে আল্লাহর দাস একথা বাস্তবিকভাবে উপলব্ধি করেন। তিনিই (আল্লাহ) একাই সব পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম।

বাইবেলের সংকলন

মথি ঃ ২৭ ঃ ৭-৮ শ্লোকে আছে ঃ

"পরে তাহারা মন্ত্রণা করিয়া বিদেশীদের কবর দিবার জন্য ঐ টাকায় কুম্ভকারের ক্ষেত্র ক্রয় করিল। এই জন্য অদ্য পর্য্যন্ত সেই ক্ষেত্রকে রক্তক্ষেত্র বলে।"

উপরোক্ত শ্লোক থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, বাইবেল (নিউ টেষ্টামেন্ট) ঈসা (আ)-এর জীবদ্দশায় লিখিত হয়নি, অনেক পরে বর্ণিত ঘটনাসমূহ সংঘটিত হবার পর মানুষের স্মৃতি থেকে সংগ্রহ করে লেখা হয়েছে।

মথি ২৭ ঃ ৪৬ শ্লোকে আছে ঃ

"আর নয় ঘটিকার সময়ে যীশু উচ্চ রবে চীৎকার করিয়া ডাকিয়া কহিলেন, "এলী এলী লামা শবক্তানী অর্থাৎ "ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ ?"

খ্রীষ্টানদের ধারণা অনুসারে ঈসা (আ)-কে ক্রুশবিদ্ধ করার সময় তিনি চিৎকার দিয়ে উপরোক্ত কথাগুলো বলেছিলেন, এটা প্রচণ্ড অপমান। এসব কথা শুধুমাত্র তারাই বলতে পারে যারা আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসী। উপরন্তু এটা এ কারণেও অবিশ্বাস্য যে, এসব কথা কখনও আল্লাহর একজন নবী বলতে পারেন না। কারণ আল্লাহ কখনও ওয়াদা ভঙ্গ করেন না এবং তার নবীও তার (আল্লাহর) ওয়াদার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারেন না।

ঈসা (আ) ঃ তাওহীদের প্রচারক

যোহন ১৭ ঃ ৩ শ্লোকে আছে ঃ

"আর ইহাই অনন্ত জীবন যে, তাহারা তোমাকে, একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরকে, এবং তুমি যাহাকে পাঠাইয়াছ, তাহাকে, যিশু খ্রীষ্টকে জানিতে পায়।"

মার্ক ১২ ঃ ২৮-৩০ শ্লোকে আছে ঃ

"আর অধ্যাপকদের এক জন নিকটে আসিয়া তাঁহাদিগকে তর্ক বিতর্ক করিতে শুনিয়া, এবং যিশু তাঁহাদিগকে বিলক্ষণ উত্তর দিয়াছেন জানিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'সকল আজ্ঞার মধ্যে কোন্‌টী প্রথম ? যিশু উত্তর করিলেন, প্রথমটী এই,

হে ঈস্রায়েল, শুন ; আমাদের ঈশ্বর প্রভু একই প্রভু, আর তুমি তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত মন ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে।"

মার্ক ১২ ঃ ৩২ শ্লোকে আছে ঃ

"অধ্যাপক তাঁহাকে কহিল, বেশ, গুরু, আপনি সত্য বলিয়াছেন যে, তিনি এক, এবং তিনি ব্যতীত অন্য নাই।"

মার্ক ১২ ঃ ৩৪ শ্লোকে আছে ঃ

"তখন সে বুদ্ধিপূর্ব্বক উত্তর দিয়াছে দেখিয়া যিশু তাহাকে কহিলেন, ঈশ্বরের রাজ্য হইতে তুমি দূরবর্তী নও।"

উপরোক্ত শ্লোকে ঈসা (আ) নিজে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, আল্লাহ একজন প্রভু। তিনি ছাড়া আর কোনো প্রভু নেই। যিনি তাঁর একত্বে বিশ্বাস করেন তিনি আল্লাহর রাজত্বের কাছাকাছি।

তারপরও যারা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করে বা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করে সে আল্লাহর রাজত্ব থেকে দূরে। আর যে আল্লাহর রাজত্ব থেকে দূরে সে আল্লাহর দুশমন।

মথি ২৪ ঃ ৩৬ শ্লোকে আছে ঃ

"কিন্তু সেই দিনের ও সেই দণ্ডের তত্ত্ব কেহই জানে না, স্বর্গের দূতগণও জানেন না, পুত্রও জানেন না, কেবল পিতা জানেন।"

আমার মতে, সেন্ট মথির বক্তব্য কুরআনের একটি বক্তব্যের সাথে সম্পূর্ণ মিলে যায়। আর তাহলো, কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানেন না। এটা একথা প্রমাণ করে যে, ঈসা (আ) আল্লাহর উপর নির্ভরশীল ছিলেন এবং তিনি ছিলেন নবী। ত্রিত্ববাদে তাঁর কোনো অংশ নেই। তিনি কেনানীয় লোকজনের জন্য নূতন প্রথা প্রবর্তনকারী ছিলেন।

যোহন ২০ ঃ ১৬-১৮ শ্লোকে আছে ঃ

"যীশু তাঁহাকে বলিলেন, মরিয়ম। তিনি ফিরিয়া ইব্রীয় ভাষায় তাঁহাকে কহিলেন, রব্বূণি। ইহার অর্থ, হে গুরু। যীশু তাঁহাকে কহিলেন, আমাকে স্পর্শ করিও না, কেননা এখনও আমি ঊর্দ্ধে পিতার নিকটে যাই নাই ; কিন্তু তুমি আমার ভ্রাতৃগণের কাছে গিয়া তাহাদিগকে বল, যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা এবং আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর, তাঁহার নিকটে আমি ঊর্দ্ধে যাই। তখন মগ্দলীনী মরিয়ম শিষ্যগণের নিকটে গিয়া এই সংবাদ দিলেন, আমি প্রভুকে দেখিয়াছি, আর তিনি আমাকে এই এই কথা বলিয়াছেন।"

উপরোক্ত উক্তির মাধ্যমে ঈসা (আ) পরিষ্কারভাবে সাক্ষ্য দেন যে, আল্লাহ তাঁর এবং তাদের প্রভু। এক আল্লাহর ইবাদাতের ব্যাপারে তিনি নিজের ও তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি। যারা ঈসা (আ)-কে প্রভু হিসাবে বিশ্বাস করে তারা আল্লাহর প্রতি অশোভন উক্তি করে এবং ঈসা (আ) ও সকল নবী এবং আল্লাহর দূতদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

বাইবেলে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী

যোহন ঃ ১৪ ঃ ১৫-১৬ শ্লোকে আছে ঃ

"তোমরা যদি আমাকে প্রেম কর, তবে আমার আজ্ঞা সকল পালন করিবে। আর আমি পিতার নিকটে নিবেদন করিব, এবং তিনি আর এক সহায় তোমাদিগকে দিবেন, যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন।"

মুসলিম চিন্তাবিদরা বলেন যে, "আরেকজন সহায়" হলেন মুহাম্মদ (স) যিনি আল্লাহর নবী এবং তার জন্য "সর্বদা প্রতীক্ষা করা"র অর্থ হলো তাঁর নিয়ম-কানুন ও জীবন-পদ্ধতি তথা চিরস্থায়ী শরীয়াহ এবং তাঁর উপর অবতীর্ণ কুরআন মেনে চলা।

যোহন ঃ ১৫ ঃ ২৬-২৭ শ্লোকে আছে ঃ

"যাঁহাকে আমি পিতার নিকট হইতে তোমাদের কাছে পাঠাইয়া দিব, সত্যের সেই আত্মা, যিনি পিতার নিকট হইতে বাহির হইয়া আইসেন—যখন সেই সহায় আসিবেন, তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন। আর তোমরাও সাক্ষী, কারণ তোমরা প্রথম হইতে আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ।"

যোহন ১৬ ঃ ৫-৮ শ্লোকে আছে ঃ

"কিন্তু যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহার নিকটে এখন যাইতেছি, আর তোমাদের মধ্যে কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করে না, কোথায় যাইতেছেন ? কিন্তু তোমাদিগকে এই সমস্ত কহিলাম, সেই জন্য তোমাদের হৃদয় দুঃখে পরিপূর্ণ হইয়াছে। তথাপি আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি না গেলে, সেই সহায় তোমাদের নিকট আসিবেন না; কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তোমাদের নিকটে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব।"

যোহন ১৬ ঃ ১২-১৪ শ্লোকে আছে ঃ

"তোমাদিগকে বলিবার আমার আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু তোমরা এখন সে সকল সহ্য করিতে পার না। পরন্তু তিনি, সত্যের আত্মা, যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন ; কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনেন, তাহাই বলিবেন, এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন। তিনি আমাকে মহিমান্বিত করিবেন ; কেননা যাহা আমার তাহাই লইয়া তোমাদিগকে জানাইবেন।"

যোহন ১৬ ঃ ১৬ শ্লোকে আছে ঃ

"অল্প কাল পরে তোমরা আমাকে আর দেখিতে পাইতেছ না ; এবং আবার অল্প কাল পরে আমাকে দেখিতে পাইবে।"

মুসলিম চিন্তাবিদরা বলেছেন যে, ঈসা (আ) এরপরে যে ব্যক্তি আসার কথা তিনি আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (স) ছাড়া আর কেউই নন। ঈসা (আ) তার পরে যে ব্যক্তির আসার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তাকে বাইবেলে 'পারকালিতা' বলা হয়। পরবর্তী দোভাষী ও অনুবাদকেরা এই অর্থ মুছে ফেলেছেন, ফলে পরিবর্তিত হয়েছে 'সত্য সাহসের' এবং অন্য সময় "স্বান্ত্বনাদানকারী" এবং কোন সময় 'পবিত্র সাহসের'। আসল শব্দটি গ্রীক এবং এর অর্থ হলো "লোকে যার অতিরিক্ত প্রশংসা করে।" অর্থগত দিক থেকে আরবী ভাষায় এ শব্দটি— মুহাম্মদ (স)-এর জন্য প্রযোজ্য।

ক্রুশের মিথ্যা গল্পের চূড়ান্ত প্রমাণ

(১) বাইবেল এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয় যে, ঈসা (আ) ইহুদীদের মধ্যে পরিচিত ছিলেন। তিনি যেরুযালেমের সলোমন মন্দিরে ধর্ম প্রচার এবং উপদেশ দিতেন। সুতরাং মথির বর্ণনা অনুযায়ী ঈসা (আ)-এর ব্যাপারে ইহুদীদেরকে নির্দেশদানের জন্য ত্রিশ টুকরো রুপার বিনিময়ে একজন ইহুদীকে ভাড়া করা অপ্রয়োজনীয় ছিল।

(২) বর্ণিত আছে, বারজন শিষ্যের মধ্যে জুদাস ইসকারিয়ট নামক শিষ্যকে ভাড়া করা হয়েছিলো। ইহুদীদেরকে ঈসা (আ)-এর প্রতি নির্দেশদানের জন্য। তারপর তারা তাকে দণ্ডাদেশ দিলো। ফলে জুদাস প্রচণ্ড লজ্জিত হলো

এবং তাদের কাজ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিল। তারপর সে আত্মহত্যা করল। সব কাজ করতে চব্বিশ ঘন্টা সময় লেগেছিল। বিরোধগুলো সুস্পষ্ট ছিলো।

(৩) এ গল্পকে বাতিল করার জন্য সবচেয়ে পরিষ্কার প্রমাণ হল, ইহুদীরা ঈসা (আ)-এর মৃত্যু দণ্ডাদেশের পর্যায় অতিক্রম করার পর গভর্নর পনটিয়াস পিলেটের সমর্থন লাভের ইচ্ছা করল।

মথি ২৭ ঃ ১১-১৪ শ্লোকে আছে ঃ

"ইতিমধ্যে যীশুকে দেশাধ্যক্ষের সম্মুখে দাঁড় করান হইল। দেশাধ্যক্ষ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি যিহূদীদের রাজা ? যীশু তাঁহাকে কহিলেন, তুমিই বলিলে। আর যখন প্রধান যাজকেরা ও প্রাচীনবর্গ তাঁহার উপরে দোষারোপ করিতেছিল, তিনি কিছুই উত্তর করিলেন না। তখন পীলাত তাঁহাকে কহিলেন, তুমি কি শুনিতেছ না, উহারা তোমার বিপক্ষে কত বিষয় সাক্ষ্য দিতেছে ? তিনি তাঁহাকে এক কথারও উত্তর দিলেন না ;"

খ্রীষ্টানরা উপরোক্ত শ্লোকের এ ব্যাখ্যা করবে যে, ঈসা (আ) মানবজাতিকে উদ্ধার এবং তাদের পাপের ক্ষমার জন্য ক্রুশের উপর মৃত্যুবরণ করতে চেয়েছিলেন। যদি তাই হয়, তাহলে কেন তিনি পেয়ালাটি (মৃত্যু) তার কাছ থেকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য বলেছিলেন ? কেন তিনি তাদের ধারণা অনুযায়ী ক্রুশের সময় কেঁদেছিলেন এবং বলেছিলেন, "হে প্রভু, তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ ?" সত্যকে যখন চ্যালেঞ্জ করা হলো তখন তিনি কিভাবে চুপ থাকতে পারলেন ? তিনি শিক্ষিত ইহুদী রাব্বীদের চ্যালেঞ্জ করে আত্মাকে উৎসাহিতকারী প্রদত্ত ভাষণের জন্য প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। কোনো সুস্থ্য ব্যক্তি তা বিশ্বাস করতে পারে না। যদি ক্রুশের ঘটনাটি অপ্রমাণিত হয়, তখন খ্রীষ্টান ধর্ম যে স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত তা নস্যাৎ হয়ে যাবে।

মুসলমানগণ বিশ্বাস করে যে, ঈসা (আ) ইহুদীদের দ্বারা ক্রুশবিদ্ধ হননি। আল্লাহ পরিষ্কারভাবে পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন ঃ

وَّقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ج وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا

صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ط وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ط مَا لَهُمْ

بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ۝ بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝ (النساء : ١٥٧-١٥٨)

"তাদের একথা বলার কারণ যে, আমরা মরিয়ম তনয় ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি যিনি ছিলেন আল্লাহর রাসূল। অথচ তারা না তাকে হত্যা করেছে, আর না শূলীতে চড়িয়েছে। বরং তারা ঈসার সদৃশ আরেকজনকে হত্যা করে ধাঁধাঁয় পড়েছিলো। বস্তুত তারা এ ব্যাপারে নানা রকম কথা বলে, তারা এ ক্ষেত্রে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে, শুধুমাত্র অনুমান করা ছাড়া তারা এ বিষয়ে কোনো খবরই রাখে না। আর নিশ্চয়ই তারা তাকে হত্যা করেনি। বরং তাকে উঠিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ তাআলা নিজের কাছে। আর আল্লাহ হচ্ছেন মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

–(সূরা আন নিসা ঃ ১৫৭-১৫৮)

ইহুদীরা নিজেরা এবং সমগ্র খ্রীষ্টান বিশ্ব বিশ্বাস করে যে, তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে। বাইবেলের মাধ্যমে তাদের মতের বিরোধিতা এবং মুসলমানদের সত্যকে প্রমাণ করার জন্য আমি নিউটেস্টামেন্টের সেন্ট মথির গসপেলের (২৬ ও ২৭নং অধ্যায়ে) উপর ভিত্তি করে নিম্নের কিছু প্রশ্ন প্রস্তুত করেছি।

(১) যারা ঈসা (আ)-কে আটক করেছিলো বলে ধারণা করে তারা কি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতো ? নাকি চিনতো না ?

সেন্ট মথি বলেন—"তারা তাকে চিনতো না।"

(২) তাঁকে দিনে না রাতে আটক করা হয়েছিল ঃ সেন্ট মথি বলেন—"তখন রাত ছিলো।"

(৩) সে ব্যক্তি কে ছিলো যে তাদেরকে আদেশ দিয়েছিলো ? সেন্ট মথির মতে–"সে বারোজন শিষ্যের একজন এবং তার নাম ছিলো জুদাস ইসকারিয়ট।

(৪) সে তাকে বিনা পয়সায় আদেশ দিয়েছিলো নাকি তারা তার জন্য কোনো পুরস্কার নির্ধারিত করেছিলো ?

সেন্ট মথির মত অনুযায়ী—সে তাদেরকে তার জন্য ৩৯ টুকরো রূপার আদেশ দিয়েছিলো।

(৫) সেই রাতে ঈসা (আ)-এর অবস্থা কি ছিলো ?

সেন্ট মথি বলেন—তিনি ভীত এবং শায়িত অবস্থায় প্রার্থনা করছিলেন :

"হে প্রভু, তোমার পক্ষে যদি এ পেয়ালাটি সরিয়ে নেয়া সম্ভব হয় তাহলে ইহা সরিয়ে নাও।" এটা অবিশ্বাস্য যে, এসব কথা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসীদের মুখ দিয়ে বের হতে পারে, আল্লাহর নবী তো দূরের কথা। কারণ সকল বিশ্বাসী এই বিশ্বাস করে যে, সকল বিষয়ের উপর প্রভুর সকল ক্ষমতা আছে।

(৬) তাঁর এগারোজন শিষ্যের অবস্থা কি ছিল ?

সেন্ট মথি বলেন—সেই রাতে (তাদের ধারণানুযায়ী) ভয়ের কারণে শিক্ষকসহ সবার উপর ঘুম চেপে বসেছিলো।

(৭) ঈসা (আ) কি তাদের শর্তাবলীতে সন্তুষ্ট ছিলেন ?

সেন্ট মথি বলেন ২৬ অধ্যায়ে (৪০-৪৬) তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি তাদেরকে এ বলে জাগালেন, "জাগিয়া থাক এবং প্রার্থনা কর, যেন পরীক্ষায় না পড় ; আত্মা ইচ্ছুক বটে কিন্তু মাংস দুর্বল।" তারপর তিনি আবার এসে তাদেরকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পেলেন এবং আবার তাদেরকে একই কথা বলে উঠালেন। এ দুর্বলতা কোনো ধার্মিক শিষ্যের বক্তব্য হতে পারে না। এমনকি সে যদি সাধারণ কোনো শিক্ষকের শিষ্য হন না কেন। মরিয়ম তনয় ঈসা (আ) তো দূরের কথা।

(৮) গুণ্ডারা তাঁকে যখন আক্রমণ করেছিলো তখন তারা কি তাঁকে সাহায্য করেছিলো ?

সেন্ট মথির মতে—তারা তাঁকে পরিত্যাগ করেছিল এবং পালিয়ে গিয়েছিলো।

(৯) সেই রাতে কি শিষ্যদের উপর ঈসা (আ)-এর আস্থা ছিল ?

সেন্ট মথির মতে—ঈসা (আ) তাদেরকে খবর দিয়েছিলেন যে, সবাই তাঁকে পরিত্যাগ করবে। তারপর ঈসা (আ) তাদেরকে বললেন, 'সত্য সত্যই,

আমি তোমাদেরকে বলি যে, এ রাতে মোরগ ডাকার পূর্বেই তোমরা আমাকে তিনবার অস্বীকার করবে।' পিটার তাঁকে বলে, 'যদি আমাকে আপনার সাথে মরতেও হয়, তথাপি আমি আপনাকে অস্বীকার করবো না।' অন্যান্য শিষ্যরাও তার মতোই বললেন। আর ঘটলও তাই।

(১০) দস্যুরা কিভাবে তাঁকে আটক করেছিলো ?

সেন্ট মথির মতে—তারা জনৈক ইহুদীর আদেশে তলোয়ার এবং যষ্টি নিয়ে তাকে আটক করলো (৫৭নং শ্লোকে তাঁর আটকের বর্ণনা উল্লেখ আছে ঃ 'আর যাহারা যীশুকে ধরিয়াছিলো, তাহারা তাঁহাকে মহাযাজকে কায়াফার কাছে লইয়া গেল ; সেই স্থানে অধ্যাপকেরা ও প্রাচীনরা সমবেত হইয়াছিল।' সেখানে তারা তাঁর ফাঁসির প্রস্তাব অনুমোদন করালো। দস্যুরা তাঁকে নিয়ে গেলো, তাঁর মুখের উপর থুথু ফেললো এবং হাত দিয়ে মারলো। পরে তার পরনের কাপড় খুলে তাঁকে লাল পোশাক পরালো। তারপর তাঁকে কাঁটা গাছের মুকুট পরিয়ে দিল এবং তাঁকে উত্যক্ত ও অপমান করার জন্য নিয়ে গেলো। তারা তাঁকে তীব্র অপমানের লক্ষ্যে বলল, 'তোমার দাবী অনুযায়ী তুমি ইসরাঈলদের রাজা।'

(১১) কে সম্পূর্ণভাবে তাঁর ফাঁসির হুকুমের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো ?

সেন্ট মথির মতে—সে ছিল পনটিয়াস পিলেট। সে গ্রীক রোমান এবং তখনকার সময়ে ফিলিস্তীনের শাসক ছিলো।

(১২) যখন দস্যুরা গভর্নরের সামনে সে লোকটিকে উপস্থিত করলো এবং তাঁকে খবর দিলো যে, ইহুদী পাত্রী তাওরাতের আইন অনুসারে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে ফাঁসির প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন, তখন কি তিনি তদন্ত ছাড়াই তা বিশ্বাস করেছিলেন ?

সেন্ট মথি বলেন—তিনি তাদেরকে বিশ্বাস করেননি। জিজ্ঞাসা করেছিলো, 'তারা যা বলেছে এটা কি সত্য ?' তিনি নিশ্চুপ ছিলেন। বারবার প্রশ্ন করা হলো এবং তিনি বারবার চুপ ছিলেন। তিনি সত্য প্রকাশের ব্যাপারে চুপ রইলেন। তিনি নবী না হলেও তার জন্য সত্যকে প্রকাশ করা এবং ইহুদীদের মিথ্যা অভিযোগ অস্বীকার করা অত্যাবশ্যক ছিল। গভর্নরের স্ত্রী গভর্নরের কাছে

গেলো এবং বললো, 'এ ন্যায়পরায়ন লোকটির ব্যাপারে আপনার কি কিছু করণীয় নেই ? আমি আজ এ লোকটির জন্য স্বপ্নে অনেক কষ্ট পেয়েছি।'

বাইবেল বলে, ঈসা (আ) এক দীর্ঘ ভাষণ দেন এবং ইহুদীদেরকে তীব্র ভর্ৎসনা করে সতর্ক করে দেন যা তাদের জন্য ছিলো বিরাট অপমান। তাহলে তিনি সেদিন কেন চুপ থাকবেন ? তার প্রতি গভর্নরের প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিলো সত্যের পক্ষে দাঁড়ানো।

(১৩) তাদের ধারণা অনুযায়ী তাঁকে কিভাবে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিলো ?

সেন্ট মথির মতে—'তারা তাকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিলো দু'জন চোরের মাঝখানে। তারা উভয়েই তাঁকে এ বলে মন্দ বলেছিলো যে, 'আপনি যদি সত্য হন, তাহলে নিজেকে রক্ষা করুন।'

(১৪) এটা ছিল বিরাট দুর্ভাগ্য। তাদের ধারণা মতে তিনি যখন ক্রুশে ছিলেন তখন কি বলেছিলেন ?

সেন্ট মথি বলেন—ঈসা (আ) খুব জোরে চীৎকার করে বললেন, 'এলী, এলী, লামা শবক্তানী,' অর্থাৎ "হে প্রভু, হে প্রভু, কেন তুমি আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ ?"-[মথি ২৭ ঃ ৪৬]

সকল ধর্ম কর্তৃপক্ষের মতে, এটা অবিশ্বাসের স্পষ্ট ঘোষণা, যে কেউ কোনো পয়গম্বরের সাথে এটাকে সম্পর্কযুক্ত করে সে আসমান থেকে নাযিলকৃত ধর্মের দৃষ্টিতে একজন অবিশ্বাসী।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ কুরআন পাকে ইহুদী এবং খৃষ্টানদেরকে মানবদেহে ঈসায়ী খোদার রূপ ধারণ, অথবা ঈসা আল্লাহর সন্তান অথবা তাঁকে পরিপূর্ণ প্রত্যাখ্যানের বিষয়ে অপবিত্র ভাষা প্রয়োগ ও নিন্দার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তাদেরকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে, তিনি আল্লাহর নবী।

وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ج وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ

شَهِيْدًا ○ (النساء : ١٥٩)

"আর আহলে কিতাবদের মধ্যে যত শ্রেণী রয়েছে তারা সবাই ঈমান আনবে ঈসার উপর তাদের মৃত্যুর পূর্বে। আর কেয়ামতের দিন তিনি তাদের জন্য সাক্ষী হবেন।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১৫৯)

-ঃ সমাপ্ত ঃ-